إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

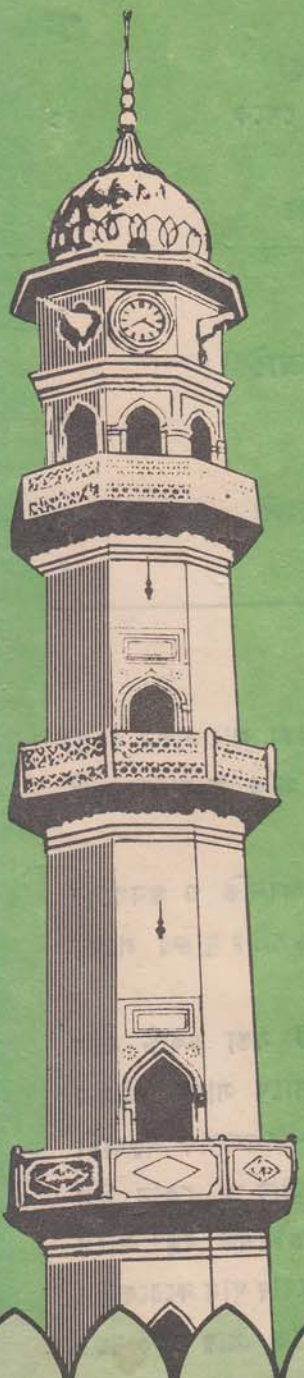

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫বর্ষ ।। ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা
২৫শে রমযান, ১৪১২ হিঃ ।। ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৮ বাংলা ।। ৩১শে মার্চ, ১৯৯২ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ

অনুবাদ : জনাব এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার ৩

অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূইঁয়া ৪

জুমুআর খুৎবা : হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৮

ঈদুল ফিতরের খুতবা

অনুবাদক : আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ১৬

সংবাদ ২৫

সম্পাদকীয়

খেলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়াত

গত ২রা মার্চ, '৯২ তারিখের দৈনিক খবর পত্রিকায় 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত' শীর্ষক একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সংবাদটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

'প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তাহীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে দেশ ও জাতির সঠিক মুক্তির লক্ষ্যে নবুওয়তের ধারায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান'।

প্রধান অতিথি এডভোকেট আফাজ উদ্দিন আহমদ সাহেব অকপটে সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন। সেজন্যে আমরা তাঁকে সাধুবাদ না দিয়া পারছি না। সাথে সাথে আমরা তাঁর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে বলছি যে, সূরা নূরের সপ্তম রুকূর আয়াতে-ইস্তেখলাফ অনুযায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা মহান আল্লাহ্‌তা'লার কাজ। কোন মানবীয় প্রচেষ্টায় তা কোন দিন হয়নি আর হবারও নয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও চৌদ্দশত বছর আগে উম্মতের মধ্যে পুনরায় 'খেলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দান করেছেন। আর এ প্রতিশ্রুতি ও ঐশী পরিকল্পনা মোতাবেক আল্লাহ্‌তা'লা আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে যথাসময়ে আহমদীয়াতের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা জনাব আহমদকে এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সদস্যদেরকে সেই খেলাফতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে বর্তমান সময়ের সমস্যাবলীর সমাধানের পথ খুঁজে পাবার জন্যে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ১৭ ও ১৮শ সংখ্যা

৩১শে মার্চ, ১৯৯২ইং : ৩১শে আমান, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা-২

২১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২০। তাহারা তোমাকে মদ (২৬১) ও জুয়া (২৬২) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ (২৬৩) (এবং ক্ষতি) আছে,

---

২৬১। 'খামারাআশ্‌শায়্‌আ' মানে সে বস্তুটিকে আচ্ছাদিত বা আবৃত করিল, অথবা লুকাইল। মদকে 'খামর' বলা হয়, যেহেতু ইহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলে, হুস্‌ জ্ঞানকে লুপ্ত করিয়া দেয় এবং মস্তিষ্ককে এত উত্তেজিত করে যে, ইহার উপর মাতালের কোন দখলই থাকে না। শব্দটি নির্দিষ্টভাবে আঙ্গুর-মদকে বুঝায়। তবে ইহা সকল মাদক দ্রব্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় (লেইন)। "মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। আর মাদক-সেবীরা সবচেয়ে দুরারোগ্য রোগী। মহামারীর সময় ইহারাই মরে বেশী। কেননা, ক্ষত, আঘাত, শ্রান্তি-ক্লান্তি ও রোগাদিতে তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তাই, জীবনের সুযোগ তাহাদের জন্য সংকুচিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ইনশিওরেন্স কোম্পানীগুলি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মাদকাসক্তদের অনুমিত আয়ু সাধারণ মানুষের জীবনেয় আয়ুর অর্ধেক মাত্র। মদ ও অপরাধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বায়্যার, কুরেলা, গালাভার্ডিন ও সিকার্টের সংখ্যাতত্ব ইহাই প্রমাণ করে যে, শতকরা ২৫ হইতে ৮৫ জন দুষ্কৃতকারী মাতাল। মাতালের বংশের মধ্যেই অনেক কুফল প্রতিফলিত হইয়া থাকে... তাহাদের সন্তানদের মধ্যে এপিলেপ্সি (সংজ্ঞা-লোপ রোগ, মৃগী), পাগলামী, বোকামী এবং অন্যান্য ধরণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়াদি ছড়াইয়া যায়" (জিওয়ীশ এন্‌সাই) "মদ খাওয়ার বহুবিধ কুফল এই কারণেই ঘটিয়া থাকে, যেহেতু মদ সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রের উপর আক্রমণ করে। মাতলামীর পরিণত অবস্থায়, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার ক্ষমতার সাময়িক অবসান ঘটে এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করে" (এন্‌সাই বৃট) "ইহা সর্ব স্বীকৃত যে, অতিরিক্ত

মদ পান এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-ভঙ্গের মধ্যে গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। উচ্চতর মানবশক্তিগুলির বুদ্ধিসত্তা ও নীতিবোধগুলির প্যারালাইসিস হওয়ার কারণেই, নীচ প্রবৃত্তি-গুলি মুক্তমনে আপন খেলা জুড়িয়া দেয়" (এনসাই, রিল এথ)।

২৬২। 'আইসারার রাজুলু' অর্থ লোকটা ধনী হইল। জুয়ারীকে এই জন্য 'মাইসার' বলা হয়, যেহেতু সে তাড়াতাড়ি সহজ পথে ধনী হইতে চায়; পরিশ্রম করিয়া কষ্টকর কাজের মাধ্যমে ধন উপার্জন করিতে চায় না। "জুয়া খেলার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইহা নিশ্চয়ই সমাজ-বিরোধী কাজ। ইহা সহানুভূতিকে পুড়িয়া ভস্মীভূত করে, আত্ম-স্বার্থকে বর্দ্ধিত করে এবং সর্ব সাধারণের চরিত্র হরণ করে। মূলতঃ ইহা একটি বর্বর অভ্যাস। গোপন অর্থ লালসাই ইহার চালিকা-শক্তি। কোন মূল্য না দিয়াই ইহা ধনার্জ্জনের এক হীন পন্থা। দেওয়া নেওয়ার সমতা ও ভারসাম্যের আইনকে ইহা ভঙ্গ করে। ইহা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে এক ধরণের ডাকাতি, যেরূপ দ্বৈত যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ধন লিপ্সা হইতে ইহার উৎপত্তি; আর আলস্যে ইহার পরিণতি। ইহা দৈব সুযোগের আকর্ষণ বই অন্য কিছুই নহে। দৈব সুযোগকে আচরণের ভিত্তি করা আর নীতি ও স্থিতিশীল-তার জীবনকে বিসর্জন দেওয়া একই কথা। ইহা হীন লাভের প্রতি মনকে কেন্দ্রী-ভূত করিয়া জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয়" (এনসাই, রিল, এথ)।

২৬৩। 'ইসম' মানে পাপ; পাপের শাস্তি, পাপোদ্ভূত ক্ষতি (লেইন)।

(৩য় পাতার পর হাদীসের অবশিষ্টাংশ)

হযরত আনাস (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র তরফ হইতে 'হাদীস-কুদসী' রূপে বর্ণনা করেন যে, আল্লহ্‌তা'লা বলেন, "যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি দুই হাত তাহার নিকট আসি। যখন সে হাটিয়া আমার দিক আসে, তখন আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া অগ্রসর হই।" (মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌রে ওয়াদ্‌দোয়া)

হযরত আবু যার রাজিঃ বর্ণনা করিতেছেন: একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন,, "আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, কেহ কোন 'নেকী' (পুণ্য কর্ম) করে, আমি তাহাকে দশ গুণ বরং তদপেক্ষা অধিক সওয়াব (পুণ্যফল) দিব এবং যদি কেহ কুকর্ম করে, তবে আমি তাহাকে ঐ অন্যায়ের সমান সাজা দিব বা তাহাকে ক্ষমা করিব।"

যে ব্যক্তি এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি এক গজ তাহার নিকটে আসি এবং যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয়, আমি দুই গজ তাহার নিকটে অগ্রসর হই। যে আমার দিকে হাটিয়া চলে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া যাই। যদি কোন জাতি দুনিয়া ভর্তি গোনাহ্‌ নিয়া আমার নিকট আসে আর আমার সহিত কাহাকেও শরীক না করে, আমি তাহার প্রতি তত বড় ক্ষমা নিয়া উপস্থিত হইব এবং তাহাকে ক্ষমা করিব।" ('মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌রে বাবু ফাযলিয্-যিকরে ওয়াদ্‌দোয়া)

('হাদীকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

খোদাতা'লার নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের চেষ্টা এবং আল্লাহতা'লার পথে মুজাহেদা (সাধ্য-সাধনা)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে উঠিয়া নামায পড়িতেন এমনকি, তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত। এক বার আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে রসূলুল্লাহ, আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আল্লাহ্-তা'লা তো আপনার পূর্বাপর সব ত্রুটি ক্ষমা করিয়াছেন।" তিনি (সাঃ) বলিলেন, "আমি কি ইহা চাহিব না যে, আমার প্রভু ও আমার রব্বের এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহার শোকরগোযার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হই?" (বোখারী, কিতাবুত্ তফসীর)

হযরত রাবীয়াহ্ বিন কসয়াব (রাযিঃ) ছিলেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাদেম (সেবক) এবং 'আহ্লুস্ সুফ্ফা'র অন্যতম। তিনি বর্ণনা করেন : রাত্রিতে আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতের জন্য তাঁহার গৃহে শুইতাম। রাত্রিতে উঠিয়া তাঁহার জন্য ওযুর পানি আনিতাম এবং অন্য কাজ-কর্ম করিতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "আমার নিকট কিছু চাইতে হইলে চাও।" আমি বলিলাম, এই দোয়ার দরখাস্ত আপনার নিকট করিতেছি যে, বেহেশ্তেও যেন আপনার সঙ্গে থাকি। হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন, "ইহা ছাড়াও কি আর কিছু চাও?" ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, "বাস, যথেষ্ট।" তিনি বলিলেন, "আমি দোয়া করিব কিন্তু অনেক অনেক সেজদা ও দোয়া দ্বারা তুমিও এই বিষয়ে আমার সাহায্য করিবে।" (মুসলিম, বাবু ফাযলিস্-সুজুদ)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাজিঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "সুস্থ ও সবল মুমেন দুর্বল স্বাস্থ্যহীন মুমেন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্তা'লার অধিক প্রিয়।

প্রত্যেক জিনিষে কল্যাণ আছে! যাহা লাভজনক, সর্বদা উহার আকাঙ্খা ও যাচনা করিবে। আল্লাহ্তা'লার নিকট সাহায্য চাহিবে। নিরুপায় হইয়া বসিবে না। যদি তোমার কষ্ট বা ক্ষতি হয়, তবে ইহা বুঝিবে না যে, তুমি এরূপ করলে ঐরূপ হইত না; বরং ইহা বলিবে, আমি চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আল্লাহ্তা'লার গোপন উদ্দেশ্য (তাঁহার তকদীর) এই ছিল। আল্লাহ্তা'লা যাহা চাহেন, করেন। হা হোতাশ এবং পস্তানো শয়তানের আসর বা প্রভাবের স্বীকৃতি বটে।" (মুসলিম, কিতাবুল কদর)

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

"প্রথমে আমি খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি এইরূপ একটি শান্তিপ্রিয় সরকারের ছত্র ছায়ায় আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন, যাহারা আমাদিগকে আমাদের ধর্মীয় প্রচার কার্যে বাধা দেয় না এবং ন্যায় বিচারের মাধ্যমে আমাদের পথের প্রতিটি কন্টক দূরীভূত করে। অতএব, আমরা খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সাথে সাথে এই সরকারেরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অতঃপর হে সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ! এখন আমি এই দেশে যে সকল ধর্ম প্রচলিত আছে উহাদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখিতে চাই এবং আমার সাধ্যানুযায়ী সৌজন্যের গণ্ডিতে থাকিয়া বক্তব্য উপস্থাপন করিব। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি জানি কোন কোন লোকের পক্ষে ঐ সকল সত্য কথা শ্রবণ করা অস্বস্তিকর মনে হইবে যাহা তাহাদের বিশ্বাস ও ধর্মের পরিপন্থী হইবে। অতএব, এই স্বভাবসুলভ ঘৃণা দূর করিতে পারা আমার সাধ্যের বাহিরে। যাহা হউক সত্য কথা বর্ণনা করিতে গিয়াও আমি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাই।

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! অনেক চিন্তা ভাবনার পর এবং ক্রমাগত খোদার ওহীর মাধ্যমে আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে, যদিও এই দেশে নানা প্রকার ধর্ম মত প্রচলিত আছে এবং ধর্মীয় মত বিরোধ এক প্লাবনের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে তথাপি যে বিষয়টি এই বিপুল মত বিরোধের কারণ তাহা প্রকৃতপক্ষে একই। তাহা এই যে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি ও খোদা-ভীতি হ্রাস পাইয়াছে এবং যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মানুষ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ নির্ধারণ করিতে পারে তাহা অনেক হৃদয় হইতে প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং পৃথিবী এক নাস্তিকতার রং ধারণ করিয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ মুখেতো খোদা ও পরমেশ্বরের কথা বলা হয়, কিন্তু হৃদয়ে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই কথার সাক্ষ্য এই যে, আমলের অবস্থা যেমনটি হওয়া উচিত ছিল তেমনটি নহে। সব কিছু মুখে বলা হয়। কিন্তু আমলের দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় না। কোন সত্যবাদী যদি গুপ্তাবস্থায় থাকেন তাহার উপর আমি কোন আক্রমণ করি না। কিন্তু যে সাধারণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে তাহা এই যে, যেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে ধর্মকে মানুষের জন্য অবশ্য করণীয় কর্তব্য করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য অপূর্ণ

রহিয়াছে। হৃদয়ের প্রকৃত পবিত্রতা, খোদাতা'লার প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা, তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি, ধৈর্য, দয়া, ন্যায়-বিচার ও বিনয় প্রদর্শন এবং অন্যান্য সকল পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী, তাক্‌ওয়া, শুচিন্তা ও সত্যবাদিতা ধর্মের আত্মা। এই আত্মার প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ নাই। আফসোস, পৃথিবীতে ধর্মের নামে যুদ্ধ বিদ্রোহ তো দৈনন্দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ আধ্যাত্মিকতা হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে। নিখিল বিশ্বকে যে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ প্রকৃত খোদা পর্যন্ত পৌঁছানো এবং তাঁহার প্রেমে ঐ মার্গে পৌঁছান যাহা অন্য সব কিছুর প্রেমকে ভস্মীভূত করিয়া দেয় এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও প্রকৃত পবিত্রতার বস্ত্র পরিধান করাই হইল ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এই উদ্দেশ্য হইতে বর্তমান যুগের মানুষ অনেক দূরে। অধিকাংশ মানুষ নাস্তিকতার কোন না কোন শাখাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছে এবং খোদাতা'লার সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া বিপুলভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এতদ্‌কারণেই পৃথিবীতে দিনের পর দিন পাপ কর্মের সাহসিকতা বৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে। কেননা ইহা একটি সনাতন সত্য যে, যে বস্তুকে সনাক্ত করা হয় না হৃদয়ে উহার মূল্যবোধ থাকে না এবং উহার প্রতি ভালবাসাও জন্মে না এবং উহার ভীতিও থাকে না। সর্বপ্রকারের ভীতি, ভালবাসা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। সনাক্তকরণের পরই সুতরাং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আজকাল পাপের আধিক্যের কারণ হইল তত্ত্বজ্ঞানের হ্রাসপ্রাপ্তি। সত্য ধর্মের নিদর্শনাদির মধ্যে ইহা একটি মহান নিদর্শন যে, ইহার মধ্যে খোদাতা'লার তত্ত্বজ্ঞান ও তাঁহাকে চিনার জন্য অনেক উপকরণ মওজুদ থাকে, যাহাতে মানুষ পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে এবং যাহাতে সে খোদাতা'লার সৌন্দর্য ও মহিমা সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া পরিপূর্ণ ভালবাসা ও প্রেমে অংশ গ্রহণ করে আর যাহাতে সে সম্পর্কচ্ছেদের অবস্থাকে জাহান্নামের চাইতেও অধিক মারাত্মক মনে করে। ইহা সত্য কথা যে, পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং খোদাতা'লার প্রেমে বিভোর হইয়া যাওয়া মানব জীবনের এক মহান লক্ষ্য এবং ইহাই সেই প্রকৃত স্বস্তি ও শান্তি যাহাকে আমরা স্বর্গীয় জীবনরূপে আখ্যায়িত করিতে পারি। খোদার সন্তুষ্টির পরিপন্থী সকল কামনা বাসনা জাহান্নামের অগ্নি এবং এই সকল বাসনা সিদ্ধির জন্য বাঁচিয়া থাকা একটি নরকীয় জীবন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, এই নরকীয় জীবন হইতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়? খোদা আমাকে যে জ্ঞান দান করিয়াছেন তদনুযায়ী ইহার উত্তর এই যে, এই অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া খোদার এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর যাহা সত্য ও পরিপূর্ণ। কেননা মানুষের আবেগ-অনুভূতি নিজের দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে এবং ইহা একটি পরিপূর্ণ প্লাবন, যাহা ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য প্রবলবেগে বহিতেছে; আর পরিপূর্ণ সংশোধনের ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া অসম্ভব। সুতরাং এই কারণেই পরত্রিাণ লাভের জন্য একটি পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, লোহাকে লোহা দ্বারাই কাটা যায়।

এই বিষয়টির জন্য অনেক যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নাই যে মূল্যবোধ, ভালবাসা ও ভীতি— এই সব কিছু তত্বজ্ঞান অর্থাৎ জানা ও বুঝার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, একটি শিশুর হাতে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের এক টুকরা হিরক খণ্ড দেওয়া হইলে সে একটি খেলনার যতখানি মূল্য দিবে ঠিক ততখানি মূল্য দিবে হিরক খণ্ডেরও। যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার অজ্ঞাতসারে মধুর সহিভ বিষ মিশাইয়া দেওয়া হয় তবে সে আনন্দের সহিত উহা খাইবে এবং এই কথা বুঝিতে পারিবে না যে, ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। কেননা এইরূপ বিষয়ের তত্বজ্ঞান তাহার নাই। কিন্তু তোমরা জ্ঞাতসারে একটি সর্পের গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করিবে না। কেননা তোমরা জান এইরূপ করিলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। অনুরূপভাবে তোমরা একটি মারাত্মক বিষকে জানিয়া শুনিয়া পান করিতে পার না কেননা, তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, এই বিষ পান করিলে মৃত্যু অনিবার্য। তাহা হইলে কি কারণে তোমরা ঐ মৃত্যুর কোন পরওয়াই কর না, যাহা খোদার আদেশ লঙ্ঘনের দরুণ তোমাদের উপর আপতিত হইবে? বলা বাহুল্য ইহার কারণ এই যে, এস্থলে তোমাদের এইরূপ জ্ঞান নাই যেইরূপ জ্ঞান সর্প ও বিষ সম্পর্কে তোমাদের আছে, অর্থাৎ ইহাদের সম্পর্কে তোমরা যতখানি জান ও বুঝ। ইহা নিশ্চিত সত্য এবং কোন তর্ক শাস্ত্র এই আদেশ ভঙ্গ করিতে পারে না যে, পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষকে ঐ সকল কাজ হইতে বিরত রাখে, যাহাতে মানুষের জীবন ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এইরূপ বিরত থাকার জন্য মানুষ কোন প্রায়শ্চিত্তের মুখাপেক্ষী নহে। ইহা কি সত্য নহে যে, বদমায়েশ লোক যাহারা অপরাধে অভ্যস্ত, তাহারাও হাজার হাজার এইরূপ প্রকৃতিগত দুষ্কর্মের প্রবণতা হইতে বিরত হইয়া পড়ে যাহা করিলে তাহারা নিশ্চিতরূপে জানে যে, হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যাইবে এবং কঠোর শাস্তি পাইতে হইবে? তোমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, তাহারা প্রকাশ্য দিবালোকে এইরূপ দোকান লুট করার জন্য আক্রমণ করিতে পারে না যেখানে হাজার হাজার টাকা খোলা অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং যার রাস্তায় বহু পুলিশের সিপাহী অস্ত্রসস্ত্রসহ টহল দিতেছে। সুতরাং এই সকল লোক চুরি বা বলপূর্বক ছিনতাই হইতে কি এই জন্য বিরত থাকে যে, কোন প্রায়শ্চিত্তের উপর তাহাদের দৃঢ় ঈমান আছে বা কোন ক্রুশীয় বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করে? না, তাহারা কেবলমাত্র এই জন্য বিরত থাকে যে, তাহারা পুলিশের কালো উর্দিকে চিনে, পুলিশের ঝকঝকে তলোয়ার তাহাদের হৃদয়কে প্রকম্পিত করে এবং এই ব্যাপারে তাহাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে যে, তাহাদিগকে শক্ত হাতে গ্রেফতার করিয়া তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ করা হইবে। এই নীতি কেবলমাত্র মানুষই নহে, বরং জন্তু জানোয়ারও অনুসরণ করে। অপর পার্শ্বে একটি শিকার মওজুদ থাকিলেও একটি শিকারী সিংহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে নিক্ষেপ করিতে পারে না। অনুরূপভাবে একটি বাঘ কি এইরূপ একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করিতে পারে, যাহার প্রভু ইহার নিকট বন্দুক ও খোলা তলোয়ার লইয়া দাঁড়াইয়া আছে?

অতএব, হে আমার প্রিয়গণ! ইহা নেহায়েত সত্য ও পরীক্ষিত দর্শন যে, মানুষ পাপ হইতে বাঁচার জন্য পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞানের মুখাপেক্ষী, না কোন প্রায়শ্চিত্তের। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, যদি নূহের জাতির ঐ পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞান থাকিত, যাহা পরিপূর্ণ ভীতি হইতে সৃষ্টি হয়, তবে তাহারা কখনো পানিতে ডুবিয়া মরিত না। যদি লূতের জাতিকে ঐ জ্ঞান দেওয়া হইত তবে তাহাদের উপর পাথর বর্ষিত হইত না। যদি এই দেশবাসীকে খোদাতা'লার অস্তিত্বকে সনাক্ত করার ঐ জ্ঞান দেওয়া হইত, যাহার দরুণ দেহে ভীতি জনিত কম্পন দেখা দেয় তবে যে দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে উহার ধ্বংস লীলা সংঘটিত হইত না। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ তত্বজ্ঞান দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ করা যায় না এবং ইহার ফলে ভীতি ও ভালবাসা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। যে ঈমান পরিপূর্ণ নহে তাহা অর্থহীন। যে ভালবাসা পরিপূর্ণ নহে তাহাও অর্থহীন। যে তত্বজ্ঞান পরিপূর্ণ নহে তাহা অর্থহীন, এবং প্রত্যেক খাদ্য ও পানীয় যাহা পরিপূর্ণ নহে তাহা অর্থহীন। তোমরা কি ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুধুমাত্র এক কণা খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিতে পার? অথবা পিপাসার্ত অবস্থায় কি এক ফোঁটা পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পার? অতএব হে অলস, কাপুরুষ ও সত্যান্বেষণে দুর্বল ব্যক্তিগণ! তোমরা সামান্য তত্বজ্ঞান, সামান্য ভালবাসা ও সামান্য ভীতি দ্বারা কিভাবে খোদার বড় ফযলের আশা করিতে পার? পাপ হইতে পবিত্র করা খোদার কাজ। স্বীয় ভালবাসায় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দেওয়া এই সর্ব শক্তিমানেরই কাজ, এবং স্বীয় প্রতাপের ভীতি কোন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এই সর্ব শক্তিমান খোদার ইচ্ছার সহিত সম্পৃক্ত। খোদার বিধান আদিকাল হইতে এইরূপই যে, এই সকল বস্তু পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞান অর্জনের পরই লাভ করা যায়। ভীতি, ভালবাসা ও কদর করার মূল হইল পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞান। সুতরাং যাহাকে পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে ভীতি এবং ভালবাসাও প্রদান করা হইয়াছে। তাহাকে প্রত্যেকটি পাপ যাহা দুঃসাহস হইতে সৃষ্টি হয়, উহা হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই মুক্তির জন্য না কোন রক্তের মুখাপেক্ষী, না কোন ক্রুশের সাহায্যান্বেষী আর না আমাদের কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে। বরং আমরা কেবলমাত্র একটি কোরবানীর মুখাপেক্ষী এবং তাহা হইল আমাদের নফ্সের কোরবানী, (প্রবৃত্তির বলিদান) যাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদের প্রকৃতি অনুভব করিতেছে। অন্য কথায় এইরূপ কোরবানীর নাম ইসলাম। ইসলামের অর্থ হইল যবহ হওয়ার জন্য গর্দান সামনে রাখিয়া দেওয়া, অর্থাৎ পূর্ণ সন্তুষ্টির সহিত স্বীয় আত্মাকে খোদার আস্তানায় রাখিয়া দেওয়া। এই প্রিয় নাম সমস্ত শরীয়তের আত্মা ও সকল আদেশের প্রাণ। যবহ হওয়ার লক্ষ্যে আন্তরিক সন্তুষ্টির সহিত গর্দান সামনে রাখার জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসা ও পরিপূর্ণ প্রেমের প্রয়োজন এবং পরিপূর্ণ ভালবাসার জন্য পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং 'ইসলাম' শব্দটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, প্রকৃত কোরবানীর জন্য পরিপূর্ণ তত্বজ্ঞান ও পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রয়োজন, না অন্য কোন বস্তুর। এই বিষয়ের প্রতি খোদাতা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করেন:

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

(সূরা আল্ হজ্জ: ৩৮)। অর্থাৎ না (তোমাদের কোরবানী) ইহার মাংস আমার নিকট পৌঁছাইতে পারে এবং না রক্ত। বরং কেবলমাত্র এই কোরবানী আমার নিকট পৌঁছায় যে, তোমরা আমাকে ভয় কর এবং আমার জন্য তাক্ওয়া অবলম্বন কর। (ক্রমশঃ)

জুমু'আর খুতবা

[২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ইং লণ্ডন মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এ বিষয়বস্তু একটা দিককে তো চিরতরে রদ করে দিয়েছে অর্থাৎ কোন কোন লোক বলে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি যে অমুক ওহ্দা বা পদে ছিল সে অমুক পাপ করেছে, তাই আমরাও করেছি বলে কি বা অপরাধ হলো ? তাকে কেন ধরা হয় না ? এ বিষয়টাকে এই আয়াত চিরতরে রদ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন যে, অনুকরণকারীদের কখনও হীন ও তুচ্ছ জিনিসের অনুকরণ করার অধিকার নেই, যদিও সে হীন কাজ উর্ধতনের দ্বারা সংঘটিত হয়। নীচু কাজ যদি উঁচু ব্যক্তির দ্বারাও ঘটে, কুরআনী শিক্ষানুযায়ী তা অনুকরণ-যোগ্য হয় না। কাজেই অনুসরণের ক্ষেত্রে তা উদ্ধৃতই করা যায় না। উদ্ধৃতি যদি দিতে হয়, উদ্ধৃতি যদি তালাশ করতে হয় তা'হলে নিজের জন্যে কোন সৌন্দর্যের উদ্ধৃতি দাও। সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ কর এবং সর্বোৎকৃষ্ট সৌন্দর্যেরই অনুকরণ করার চেষ্টা কর। আল্লাহ্ বলছেন, এহেন ব্যক্তিদের প্রতিদান হলো — "রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আনহু" — তাদের প্রতি খোদা সদা সন্তুষ্ট হলেন এবং তারা খোদাতে সন্তুষ্ট হলো। "ওয়া আয়াদ্দালাহু জান্নাতিন্ তাজরি তাহ্তাহাল আনহারু" — তাদের জন্য খোদা এরূপ জান্নাত-সমূহ তৈরী করেছেন যেগুলির তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবহমান এবং তারা সেখানে চিরকাল বস বাস করবে। "যালিকাল্ ফযলুল আযীম" — ইহা এক অতি বিরাট সফলতা।

এই হলো মালী কুরবানীর সেই রূহ্ বা মূলমন্ত্র যার মাত্র একটা দিক এখানে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিক হতে মালি কুরবানীর নেযাম বা বিধিব্যবস্থাকে খোদাতা'লা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার ভাল-মন্দকে সবিস্তারে সুস্পষ্ট ক'রে তুলে ধরেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে কোন কোন ব্যক্তি যদিও চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে সংকোচ বোধ করে থাকেন এবং কেউ কেউ বোঝাও মনে করেন, কিন্তু যেহেতু ইহা জবরদস্তি-মূলক বিধিব্যবস্থা নয় ; কোন সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ বা শাসনের কোন বালাই এতে নেই। সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঐরূপ মানসিক টানা পড়েন ও সংকোচ সত্বেও মালি কুরবানীতে অংশ নিতে থাকে, তাদের উপরে কোন আপত্তি ও অভিযোগ উপস্থাপন করা যায় না। কেননা তাদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না যে, তারা জবরদস্তিমূলকভাবে কুরবানী দিয়েছে। যদিও বলপ্রয়োগের কিছুটা দিক তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এহেন অবস্থার সূচনাকালে মানুষের

খুবই সাবধান হওয়া উচিত। যাদের অন্তরে ঐরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় তাদের কর্তব্য হলো নিজেরাই নিজেদের খবরদারী করা। কেননা বাহ্যতঃ এমন কোন নেযাম বা ব্যবস্থা নেই যাতে একথা বলার অনুমতি থাকে যে, "তুমি জবরদস্তি কুরবানী দিয়েছ, তোমার অন্তরে কুণ্ঠা বা সংকোচ ছিল।" এরূপ বলার কারও অধিকার নেই। তবে যদি কেউ নিজে তার কুণ্ঠা ও সংকোচ ব্যক্ত করে,— এবং এইরূপ কোন কোন হতভাগা আছে বৈ কি — তাদের সম্বন্ধে আমি যখন অবহিত হই, সর্বদা আমি এ কথাই বলে থাকি যে, তাদের কাছ থেকে যেন কখনও চাঁদা না নেয়া হয়। কেননা জামাতের নেযামের মধ্যে কথায়ও কোন বলপ্রয়োগ বা জবরদস্তি নেই। কিন্তু চাঁদা গ্রহণকারীরা যখন যান তখন কেউ কেউ বলে থাকেন যে, কি বিপদে না ফেলেছেন? রোজই চলে আসেন! এই চাঁদা সেই চাঁদা। কেউ কেউ আসর জমিয়ে বলে থাকেন, "কত রকমের চাঁদা হয়ে গেছে! এটা কি রকম নিযাম?! সোজা-সোজি একটাই চাঁদা-আম রাখুন। ওসীয়্যত রাখুন যা মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জারী করেছেন। এই নিত্যনূতন চাঁদা আবিষ্কার করবার কি দরকার?!" অথচ নিত্যনূতন প্রয়োজনসমূহ নিত্যনূতন চাঁদাসমূহের দ্বারাই পুরা হবে এবং চাঁদার ব্যাপারে জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। খোদার নামে আহ্বান (আপীল) করা হয়। ঐ সকল লোকের হৃদয়কেই সম্বোধন করা হয়, যারা আগে থেকে এই আকাঙ্খায় থাকে যে, খোদার পথে কুরবানী প্রদানের ধ্বনি উত্থিত হোক এবং তাতে সাড়া দিই, 'লাব্বাইক' বলি। আর তারপর আমরা তাতে পরিতৃপ্ত হই। পক্ষান্তরে যাদের মনে লাযেমী চাঁদার ব্যাপারে তারা সংকোচ ও কুণ্ঠা বোধ অথবা স্বেচ্ছামূলক তাহ্রীকসমূহের ক্ষেত্রে তারা নিজেদের চাপ বা বোঝা অনুভব করেন, তাদের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা এবং শুরুতেই নিজেদেরকে সনাক্ত এবং চিহ্নিত করে নেয়া। তারা কোন কোন সময় এই কারণেই স্বেচ্ছামূলক চাঁদাগুলোর সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। অথচ এগুলোর ব্যাপারে কোন রকমেরই বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু "লাযেম" (জরুরী) শব্দটি এর মাঝে এক বিশেষ ভাব গম্ভীরতা সৃষ্টি করে দিয়েছে মাত্র, যেজন্যে মানুষ মনে করে যে, এ চাঁদা তো অবশ্য দিতেই হবে। কিন্তু যেটাকে স্বেচ্ছামূলক বলা হয় সেইটির তো বিষয়বস্তুই হলো এই যে, দিতে চাও, তো দাও। আর তা না হয় দিও না। কোন আপত্তি নেই, কোন তিরস্কার নেই। সিলসিলার ওহুদা, ভোট অথবা তোমাদের অধিকারে যদ্দুর সম্পর্ক তাতে কোন রকম প্রভাব পড়বে না। যদি তোমরা লাযেমী চাঁদা দিয়ে দাও, তাহ'লে তাই যথেষ্ট। অর্থাৎ যথেষ্ট এই অর্থে যে, জামাতের সাথে জড়িত থেকে তোমাদের যে সব অধিকার পাওয়া উচিত তা সবই তোমরা পাবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বেচ্ছামূলক চাঁদার ব্যাপারে তাদের আপত্তি! এর অর্থ এই যে সংকোচ ও কুণ্ঠা-বোধজনিত বিষয়বস্তু এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এর সূত্রপাত হয়ে গেছে। আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখেছি। কেননা আমারও বহু জামাতে চাঁদা প্রসঙ্গে যাবার এবং সবিস্তারে খোঁজ-খবর

ও বিশ্লেষণ করবার সুযোগ ঘটেছে। ব্যাপার হলো এই যে, তাদের একটি জিনিসে কষ্ট হয়। তা হলো এই যে, অন্যান্য লোকে যখন বেশী বেশী করে স্বেচ্ছামূলক চাঁদা প্রদান করেন, আর এদিকে এঁদের মনের দোর খোলে না, তখন তাদের মনে কষ্ট বোধ করেন এবং ভাবেন যে, সোসাইটিতে আমাদের মাকাম (অবস্থান) উলংগ হয়ে পড়বে এবং মানুষ জেনে যাবে, 'এ ব্যক্তি তো অংশ গ্রহণ করে না, অথচ অন্যরা অংশ গ্রহণ করছে এবং তিনি সাড়া দিতে, লাব্বাইক বলতে পেছনে থেকে যাচ্ছেন।' তাই এর ফলশ্রুতিতে এর উপর পরদা ফেলার উদ্দেশ্যে এহেন ব্যক্তিরা দর্শন (ফিলসফি) তৈরী করে নেন যে, "হ্যাঁ! আমরা এতে বিশ্বাসীই নই। এটা অনর্থক কথা। এ সারাটা সিসটেমই ভুল। এইসব নতুন নতুন কথা আমরা মানি না। আমরা তো ঐ মৌলিক চাঁদাতেই বিশ্বাসী। সামনে আর অগ্রসর হব না।" বস্তুতঃ তারা যদি জামাতের ভ্রান্ত প্রপাগাণ্ডা না করেন, নিজেদের হালকা হবার গ্লানিবোধ প্রশমনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা আপত্তি রচনা ও রটনা না করেন, আর শুধু এই টুকুন বলে দেন যে, "আমাদের এই টুকুর তওফীক আছে। তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। এটা জায়েয এবং এর উপর আপত্তি করার কারও অধিকার নেই। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট এক মরুবাসী আরব আসলো। সে বললো, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! দীনের মৌলিক বিষয় কি আমাকে বলে দিন। কি পালন করলে আমি মুসলমান হয়ে যাব?" তিনি (সাঃ) কয়েকটি ফরয বিষয় উল্লেখ করলেন। এরপর নফল বিষয়াদি বলতে শুরু করলেন। তখন সে বল্লো, এসব ব্যতিরেকে দীন পরিপূর্ণ হবে না? আমি কি খোদার কাছে ধরা পড়বো? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "না। যেসব ফরয বিষয় বলে দিয়েছি কেবল সেগুলোই যদি তুমি পালন কর তুমি ধৃত হবে না।" সে বললো, "বস্, এই আমার জন্য খুব যথেষ্ট। এর আগে বাড়ার আমার প্রয়োজন নেই। হুযুর পাক (সাঃ) বললেন, "যদি তুমি অঙ্গীকারে সত্য হও, তাহলে যাও তোমার আর কোন চিন্তা করতে হবে না।" কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, ফরয কর্তব্য পর্যন্তই যারা থাকে তা হলো মানব-স্বভাব সম্মত ব্যাপার। তাদের মধ্যে Cushion নেই, পরীক্ষা ও সংকটকালে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নেই কোন মধ্যেকার ঘন অংশ। তেমন কোন কিছু তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন কি-না কাঁচের পাত্র আপনারা কোথায়ও পাঠালেন এবং এরূপ কাগজ ইত্যাদি ছাড়াই তা পাঠিয়ে দিলেন, যা বাহিরের দেয়াল এবং পাত্রগুলোর মাঝে এক রকম প্রতিরোধক হয়। এমতাবস্থায় সে পাত্র ভেঙ্গে যাবার খুবই আশঙ্কা থাকবে। তেমনি ধারায় মানুষের ঈমানের বিষয়াদি এবং আদলসমূহের অবস্থা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ সুন্নত এবং নফলসমূহ তার মৌলিক আমলসমূহের হেফাযত করে থাকে এবং কোথাও যদি দুর্বলতা ঘটে অথবা কোন পরীক্ষা আসে তাহলে তার বোঝা সুন্নত ও নফলসমূহের দেয়ালগুলো বহন করে নেয় এবং তার ফরযসমূহ অক্ষুন্ন থাকে। অতএব, সে ব্যক্তিটি অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ কথাই বলেছিল যে-কিনা বলেছিল যে, "আমার জন্যে

এ কয়টি খুব যথেষ্ট।" এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, "হাঁ, যদি তুমি তোমার এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হও; তাহলে আর কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু ইহা যদিও বস্তুতঃ খুবই বিরাট। এমন কে আছে যে কি-না এহেন অঙ্গীকারে আবদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয় এবং কেবল ফরয বিষয়াদি পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকে এবং নফলসমূহ (স্বেচ্ছামূলক কর্তব্য সমূহ পালনের) ফরযসমূহের হেফাযত ও সংরক্ষণকে জরুরী বলে মনে না করে, আবার সে তাতে সফলকাম হয়। তেমনটি কোন অসাধারণ ব্যক্তিই হতে পারে। কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিরা তো আবার নফলসমূহেরও তওফীক লাভ করে থাকেন।

অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা যে মালি নেযাম (আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা) জারী করেছেন এর বিষয় বস্তুকে বুঝা উচিত। যারা (স্বেচ্ছামূলক করণীয় বিষয়াদি) এর উপরও আপত্তি তুলতে শুরু করে দেয়, তাদের বিষয় সেইটি নয় যা এক মরুবাসী আরব রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলেছিল। সে একজন সরল-সোজা ধরণের মানুষ ছিল। সে স্পষ্টরূপে বলেছিল, অন্যান্যদের জন্যে যদি (সেগুলি আবশ্যকীয়) হয় তবে আমার তাতে আপত্তি নেই। তাদের সেগুলোর প্রয়োজন, আমার তাতে বলার কিছু নেই। আমি তো শুধু এইটুকু নিবেদন করছি যে, আমি যদি ঐ অতিরিক্ত কর্মসমূহ পালন না করি, তা'হলে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমি কি মরে যাব, না জীবিত থাকব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি তাতে মরছো না।" সে বললো, "বস্‌, তাহ'লে আমার জন্যে জীবনের নিঃশ্বাস যথেষ্ট। আমার অতিরিক্ত আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই।" আমি যে সকল চৌকষ দার্শনিকদের কথা বলছি তাঁরা এই নফল বা স্বেচ্ছাগত ব্যবস্থার উপর আপত্তি উত্থাপন করেন এবং যথেচ্ছা মুখ খুলেন। বলে থাকেন, "এ কেমনতর ধারা আরম্ভ হলো। নতুন নতুন তাহ্‌রীক, নিত্যনূতন কুরবানীর পন্থা (আহ্‌বান) — এটা হওয়াই উচিত নয়। আমরা এসব হতে বিরত হচ্ছি কেননা আমরা এ-সবে বিশ্বাসীই নই। আমরা এগুলোকে সঠিক বলেই মনে করি না।" যদি কথা তাই হয়ে থাকে এবং (অনুরূপ মত পোষণকারী) কোন ব্যক্তি আহ্‌মদী জনসাধারণের মধ্যে ঐরূপ রায় প্রকাশ করে তাহ'লে সে ফেৎনাপরায়ণ। (নিজস্ব বা ব্যক্তিগত) ভাবে সে ঐ স্বেচ্ছাগত (নফ্‌লি) চাঁদা নাই বা দিক, (এমন কি) সে যদি ফরয চাঁদাও না দেয়, তা সত্ত্বেও সে আহ্‌মদী-ই থাকে। বড় জোর তার এইটুকুন ক্ষতি হবে যে, ভোট প্রদানের বিধিগত ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। সে ভোটও দিতে পারবে না এবং উহ্‌দেদারও হতে পারবে না। (সব রকমের ঝামেলা থেকে) তার ছুটি এবং মসিবত থেকে সে নিষ্কৃতি পেল। তার কি বা পার্থক্য ঘটলো?! কিন্তু যখন সে সিলসিলার কোন নেযাম (বা বিধিগত ব্যবস্থা) সম্বন্ধে সমালোচনা করবে, তখন সে মুনাফেক বটে। তাঁর কাছ থেকে লাযেমী চাঁদাও গ্রহণ করা উচিত নয়। এবং যদি কোথায়ও ঐরূপ ব্যক্তি থাকে যে কি-না বলে, "জামাতের নেযামে অমুক অমুক চাঁদা বাড়ানো হয়েছে। আমি তা মানি না।" তা'হলে আমার পক্ষ

থেকে জামাতের নেযামকে অনুমতি দেয়া হলো যে, তাকে বলে দিন, "না হয় আপনি এখন থেকে কোন চাঁদাই আর না দিন। আমাদের আপনার অর্থের প্রয়োজন নেই।"

জামা'তের নেযামের মধ্যে মাল সম্পর্কিত যে অংশটি রয়েছে তা এদিক থেকে অত্যন্ত পূত পবিত্র যে সর্বতোভাবে এর শিকড়সমূহ মুমেনদের অতি উঁচু মানের দৃঢ় বিশ্বাস-সমূহে প্রোথিত এবং হৃদয়ের গহীন নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগানুভূতিতেই নিহিত। এ কোন টেক্সেশানের নেযাম বা ব্যবস্থা নয়। যদি এই বৃক্ষের উপর কম্পন উপস্থিত হয়, তাহলে মস্তিষ্কে নিহিত দৃঢ় বিশ্বাসসমূহেও কম্পন উপস্থিত হয় এবং অন্তরের গভীরে নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ-অনুভূতির মধ্যে যে সকল শিকড় প্রোথিত রয়েছে সেগুলোও প্রকম্পিত হয়, সেগুলোও উৎপাটিত হয়। বস্তুতঃ এমনটি হতে পারে না যে, গাছের উপরিভাগটাই ঝুলতে থাকবে আর শিকড়গুলোর কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। অনেক সময় শিকড়ের রোগ-ব্যাধি উপরের দিকে চলে যায়। কোন কোন সময় উপরের পরীক্ষা ও সংকট নীচ ভাগেও সঞ্চালিত হয়। কিন্তু জামা'তের মালি নেযাম একটি অত্যন্ত পবিত্র নেযাম। এর যোগ-সূত্র গভীর ও অবিচল শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসসমূহের সাথেও বিজড়িত এবং অতি আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসামূলক আবেগ-অনুভূতির সাথেও গ্রথিত। অবশ্যই আমাদেরকে যে কোন মূল্যে এ নেযামের হেফাযত করতে হবে? যদি কেউ এতে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে জামা'তের আর্থিক ব্যবস্থাপনার কোনও ক্ষতি সাধিত হবে না। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সহস্র সংখ্যক ঐরূপ ব্যক্তি হোক না কেন, তারা কত ধনীই হোক না কেন, যদি তারা অনাদর ও অমর্যাদা প্রদর্শন বশতঃ জামা'তের আর্থিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ থেকে বের হয়ে পড়ে, তাহলে খোদাতা'লা জামা'তের প্রয়োজনসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে কখনও কমতি হতে দিবেন না। আজ পর্যন্ত তা কখনও ঘটে নি।

এ প্রসঙ্গে আর একটি অতীব জরুরী বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাবার (বুঝাবার মত) বিষয় এই যে, আমরা যখন খোদার পথে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে চাঁদা দিয়ে দিলাম এবং আমাদের লক্ষ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ অথবা ইমামের দোয়া লাভ, তখন সওদা তো নগদ শোধ হয়ে গেল। যে উদ্দেশ্যে আপনারা সওদা করে দিলেন সে মতে মূল্য আপনারা পেয়ে গেলেন। এরপর আপনাদের আর এ কথা বলবার (বা ভাববার) অধিকার থাকে না যে, আমাদের জামা'ত এতো এতো চাঁদা দিয়েছে, আমাদের জামা'তের উপর যেন এতো খরচ করা হয়। আমাদের দেশ এতো চাঁদা দিয়েছে তা যে অন্য কোন দেশের উপর খরচ না করা হয়। বস্তুতঃ মজলিসে শূরার মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নের এই যে ব্যবস্থা আছে এইটিও একটা স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা। অন্যথা, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ে এটিও ছিল না? কুরআন করীমের বিধিবদ্ধ আর্থিক কুরবানীর রূহ (Spirit) হলো এই যে, তোমরা যেহেতু খোদার খতিরে খোদার প্রতিনিধির কাছে মাল সমর্পণ করে থাক, যাঁর উপর তোমাদের পূর্ণ আস্থা আছে, কাজেই যতক্ষণ এই আস্থা কায়েম থাকে, (ততক্ষণ)

তোমাদের হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত থাকবে যে, (চাঁদা স্বরূপ) তোমরা যা কিছু দিয়েছ এবং যে উদ্দেশ্যে দিয়েছ তা সেখানেই খরচ করা হবে। কিন্তু উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ ও চিহ্নিত করণে তোমরা কোনও অংশ গ্রহণ করবে না। এ শর্তারোপের অবকাশ নেই যে, অমুক স্থলে তা অবশ্যই ব্যয় করা হোক তা তোমরা নির্দেশ কর। তা এক স্বতন্ত্র বিষয়। আরও একটি জরুরী বিষয় আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই যাতে কোন কোন বন্ধু ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হন। ঐ সব চাঁদার কথাই আমি বলছি যা সাধারণতঃ খোদার নামে দেয়া হয়—সেগুলোর বাজেটের কথা আমি বলছি। কতিপয় সুনির্দিষ্ট তাহরীক হয়ে থাকে, যেমন রাশিয়ার জন্য, আফ্রিকার উদ্দেশ্যে সেখানকার ক্ষুধার্তদের জন্য সাহায্যের তাহরীক ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও যেমন কুরআন করীম প্রকাশনা, মসজিদ নির্মাণের তাহরীক। এগুলোতে চাঁদাদাতা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চাঁদা দেন। জামা'তের সেখানে কর্তব্য এটাই যে, সে উদ্দেশ্যের সময়ে ঐ চাঁদার ব্যয়ের বিষয়টিকে শর্তযুক্ত রাখা। বস্তুতঃ জামা'ত তাই করে থাকে। কিন্তু এটা সাক্ষাৎভাবে কোন দোষণীয় নয়, যে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে মানুষ বলে, "আমি চাঁদা-আম (লাযেমী চাঁদা) ও দিব এবং অতিরিক্ত এটা আমি অমুক উদ্দেশ্যে দিতে চাই। এতে তেমন কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু কোন কোন সময় কোন কোন বন্ধু এমন কিছু শর্ত আরোপ করেন যে, এটা যেন এইরূপে বন্টন করা হয় এইভাবে যেন এর সংরক্ষণ করা হয়। তাদেরকে আমি বলি যে, "তাহলে আপনারা নিজেরাই করুন; আমি তো গ্রহণ করবো না। যদি জামা'তের নেযামের উপর আপনাদের আস্থা থাকে তাহলে স্বচ্ছন্দে সে অর্থ জামা'তের নেযামের নিকট সোপর্দ করেন, উদ্দেশ্য বলে দিন। আর উদ্দেশ্য বলার পর সুস্থির থাকুন। কখনও অন্তরে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলে অবশ্য জিজ্ঞেসও করে নিন যে, ঐ খাতে খরচ হয় কি না। আপনাদেরকে জানানো হবে। কিন্তু এরূপ যদি বলেন যে, "সূক্ষ্ম সব বিষয় জ্ঞাত করুন যে, এইরূপে সবিস্তারে সিদ্ধান্ত নিন। এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হোক"—তাহলে তেমনটি হতে পারে না। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি যে, আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর যুগে মানুষে চাঁদা দিতেন এবং এ কথা কখনও উল্লেখও করতেন না যে, অমুক জায়গায় অমুক পন্থায় খরচ করা হোক। তা হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অথবা তাঁর প্রতিনিধির কাজ ছিল, যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে খরচ করতেন। কিন্তু খরচ সে সব স্থানেই হতো যা দীনের উদ্দেশ্যাবলী হিসেবে নিরূপিত। হযরতে আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যামানায়ও অনুরূপ পন্থাই জারী থাকে। আঞ্জুমান গঠিত হবার পরও কোন মজলিসে শূরা কায়েম ছিল না। আঞ্জুমানেরই সোপর্দ করে দেয়া হতো। আঞ্জুমানের প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হেদায়াত (Directions) ছিল যে ঐ সকল নির্দেশনা অনুযায়ী খরচ কর।" কিন্তু কখনও কোন চাঁদাদাতা বা কোন জামা'ত এ কথা বলে নাই যে "আমরা এতো চাঁদা দিয়েছি এবং আপনারা এতো টাকা অমুক জায়গায় ব্যয় করছেন।" এটা এরূপ এক অজ্ঞতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা যদ্বারা চাঁদার

রূহ (Spirit) নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রথমতঃ যেমন কি না আমি বলেছি। চাঁদা যেহেতু খোদার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য অথবা ইমামের দোয়া লাভের জন্যে দিয়েছেন—বস্তুতঃ সব চেয়ে (মোক্ষম) কথা হলো এই যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া পাওয়ার জন্যে দিয়েছেন ; ইমাম শব্দটি তো আমি এই অর্থে উচ্চারণ করি যে, তাঁর গোলামীতে ঐ বিষয়টির ধারাবাহিকতা পরেও চলতে থাকে, কিন্তু মূলতঃ দোয়া ('সালাওয়াত') মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বটে, যা আজও এই (শ্রেণীর) লোকেরা পেতে থাকবে, কেননা তাঁর যুগ অব্যাহত এবং তিনি প্রত্যেক যুগের মুখলেস ও নিষ্ঠাবানদের উদ্দেশ্যে দোয়া করে গেছেন, সেহেতু এতো মহৎ উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য, যার উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, "আলা ইন্নাহা কুরবাতুন লাহুম"—"দেখ ! দেখ ! তাদেরকে নৈকট্য নিশ্চিতভাবে প্রদান করা হয়েছে"—এরপরও যদি তারা চিন্তা করে যেন আরও কিছু এথেকে লাভ তুলতে পারেন এবং দেখতে চান, কোথায় খরচ হোল ? কত হলো ? বা তাদের উপর এতো কেন খরচ করা হলো না ? এ সবই এরূপ ফেৎনা (উশৃঙ্খলতা), বা জামাতে গ্রহণ করে নিবে না বা জামাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। ঐ ধরণের লোকদেরকে আমি বলে দিয়ে থাকি, "আপনারা আপনাদের টাকা আপনাদের কাছেই রাখুন। ইহা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার যোগ্য তো বটে, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'ত এ সব টাকা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আর্থিক ত্যাগ ও কুরবানীর যে জান্নাত মুসলমানদেরকে প্রদান করেছেন, ঐরূপ টাকা সেটিতে অনুপ্রবেশের যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয় না। এমনতর অজ্ঞতাসুলভ ফেৎনা ও কোন কোন সময় দেখা দেয়। ইদানিং এক জায়গায় দেখা দিয়েছে এবং আমি তাদেরকে একথাই বলে পাঠিয়েছি যে, "আপনারা আপনাদের সমগ্র মজলিসে আমেলা (এমন কি) আপনাদের সকল চাঁদাদাতারা একটি পয়সাও সিলসিলাকে দিবেন না। কেননা আমাদের মতে এ রকম ধারণা নিয়ে যদি আপনারা চাঁদা দিতে চান তা হলে তা অগ্রহণযোগ্য চাঁদা। এরূপ চাঁদার উপর জামা'ত থুথুও ফেলে না। আপনারা এবং আপনাদের ন্যায় লোকেরা যেখানে ইচ্ছা এই টাকা ফেলুন, জামা'ত তাদের কাছ থেকে কখনও কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। ঐ সকল লোক যারা কাদিয়ানে (মালি) কুরবানীসমূহ পেশ করেছিলেন—ঐ সকল দরিদ্র মহিলা যাঁরা 'ওসিফা'র নিয়মিত অনুদান (বা ভাতা)-এর উপর দিনাতিপাত করতেন এবং সেই অনুদান থেকে সঞ্চয় করে করে চাঁদা দিতেন তাদের চাঁদা এখানে (লণ্ডনে) মসজিদ ফযল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে। এমন ও এক সময় ছিল যে, মহিলারা যখন কুরবানী দিয়েছিলেন, তখন এখানে সেই চাঁদা খরচ করা হয় এবং কখনও কোন মহিলা পিছন ফিরে জিজ্ঞাসাও করেন নি যে, "আমরা গরীব, ক্ষুধাক্লিষ্ট, আমরা হীন দুর্বল মানুষ, কিন্তু তোমরা এই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই দেশের এতো কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষা-লব্ধ চাঁদার টাকা তুলে নিয়ে সেই ধনী দেশটিতে ব্যয় করছো, যে দেশটি

সমগ্র জগৎ থেকে সব ধন-দৌলত গুটিয়ে নিচ্ছে।" ইশারা-ইঙ্গিতেও কখনও কেউই ঐ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন নি। যে নেযামে (সংগঠন-ব্যবস্থা) মানুষ আস্থা স্থাপন করেছে, যে খিলাফতের সাথে একাত্ম ও সংবদ্ধ হয়েছে, তার সাথে সম্পর্কাবলী পূর্ণ আস্থাশীলতার মধ্য দিয়েই সচল হয়ে থাকে। যেখানে আস্থাবানতার অবসান ঘটে, সেখানে চাঁদার (আদান-প্রদানের) নেযামেরই অবসান ঘটে যায়। সেখানে এই সম্পর্ক আর কায়েম থাকে না। অতএব, অর্থনৈতিক সংগঠনমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কুরআন করীম দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা (মালি নেযাম) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। সবিস্তারে আমাদেরকে এর ভাল-মন্দ সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে দিয়েছে। ঐ সব আশংকা ও সংকটাবলীও চিহ্নিত করে দিয়েছে যেগুলিতে কোন কোন লোক জড়িয়ে পড়ে। ঐ সব নমুনা ও দৃষ্টান্ত কায়েম করে দিয়েছে যেগুলি চিরস্থায়ী (ও চির অনুকরণীয়) বলে নির্ধারণ করেছে এবং বলেছে যে, এরা হল ঐ সকল লোক, যাদেরকে পরবর্তীরা কিয়ামতকাল অবধি অনুসরণ করতে থাকবে এবং কিয়ামতকাল ব্যাপী তাদের ফয়েয ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে। এরপরও আহমদীয়া জামা'তে কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তির ঐ ধরণের ফেৎনা খাড়া করা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমি যেমন বলে এসেছি তাদের চাঁদার এক কড়াক্রান্তিরও কোন মূল্য নেই। এইরূপ সকল ব্যক্তিরা তাদের চাঁদা সঙ্গে করে নিয়ে যে দিকে ইচ্ছা তারা ছুটে যাক। তাদেরকে সিলসিলার কোন প্রয়োজন নেই এবং তাদের চলে যাওয়াতেই বরকত হবে। কিন্তু আমি জানি, সিলসিলার বিপুলের চেয়েও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা কেরামের পবিত্র স্মৃতিকে সজীব করে পুনঃস্থাপনকারী সদস্য। তাঁর আচার-আচরণ ও সুন্নত-সমূহকে জীবন্তরূপদানকারী জামা'ত, তাঁর মনোরম জীবনভঙ্গীসমূহকে নিজেদের জীবনে বরণ ও রূপায়ণকারী জামা'ত, যারা ঐ সকল পদচিহ্নসমূহ চুম্বন করতঃ অগ্রসরমান হয়ে চলেছে, যে সকল পদচিহ্ন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) তাঁর পশ্চাতে রেখে গিয়েছিলেন। খোদা করুন, যেন আমরা কিয়ামতকাল ব্যাপী সেই মালি নেযামকে জীবিত রাখি, যা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যামানায় নাযেল হয়েছিল। বস্তুতঃ ইহা সেই নেযাম, যা আমাদেরকে জীবন দান করবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে সে তওফীক দান করুন, আমীন।

('সাপ্তাহিক 'বদর', কাদিয়ান, তাং ৩১ অক্টোবর '৯১

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ঈদুল ফিতরের খুৎবা

(১৯৯০ ইং সালের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে লণ্ডনস্থ ইসলামাবাদে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনস্রেহিল আযীয প্রদত্ত)

আজ পাকিস্তানের অবস্থা এমনই হয়েছে যে, দুনিয়াতে যত উপায় ছিল তা আমি এবং আপনারা সকলে অবলম্বন করে দেখে নিয়েছি কিন্তু এ যালেম জাতি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করছে না। হে খোদা! তুমি কেবল একটিকে নয় বরং সকল জাতিকে জীবন দান করার ক্ষমতার অধিকারী এবং সামর্থ্যবান, আপন ফযল দ্বারা অলৌকিকভাবে তাদিগকে জীবন দান কর।

তাশাহ্হুদ তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পর হুযুর আনওয়ার ইরশাদ করেছেন :

ঈদের দিন বস্তুতঃ আনন্দের দিন এবং পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দিন। বন্ধুরা ভালবাসা ও হৃদ্যতার সঙ্গে একে অপরের সাথে গলাগলি ও কোলাকোলি করে, নিকট জ্ঞাতি কুটুম্বরা একে অপরের নাগাল পেয়ে যারপরনাই আনন্দ অনুভব করে। তারা পরস্পরকে উপঢৌকন পেশ করে। এই ঈদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অভিমানকারী ও পরাঙ্মুখগণের মধ্যে এই ঈদ মিলন ঘটিয়ে দেয়; যারা বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর তাদের জন্য এই ঈদ মিলনের বার্তা বহন করে আনে। এই ব্যাপারে আজকে খুৎবার বিষয় শুরু করার পূর্বে আমি আল্লাহ্র পথে বন্দী ভাইদিগকে স্মরণ করার জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা দীর্ঘ সময় ধরে স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন। তাদের আর কোন অপরাধ নেই ইহা ব্যতিরেকে যে, তারা এক আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, যিনি খোদার নামে তাদিগকে নিজের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং امنا وصدقنا বলে তাঁর ঐ সকল পুণ্য কর্মে তাঁর অনুসরণ করেছে যেসব পুণ্য কর্মের প্রতি ইতিপূর্বে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন অপরাধ ছিল না। ঐ শিক্ষার উপর আমল করার ফলে তাদিগকে শাস্তি দেয়া হল যে শিক্ষা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং শুধু এই অপরাধই ছিল যার ফলে তাদিগকে নানা প্রকারের নিপীড়নে নিপীড়িত করা হল। তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা আজ তাদের স্বজন ও প্রিয়জন হতে বহু দূরে কয়েদ ও বন্ধনে অবরুদ্ধ আছে। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রীতি ও সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আরো মধুর গাঢ়তা বৃদ্ধিকারী এ ঈদের দিনে যদি আমরা তাদিগকে ভুলে যাই তাহলে আমাদের অবিশ্বস্তদের অন্তর্গত বলে লেখা হবে। এজন্য আজকেও তাদিগকে দোয়ায়

বিশেষভাবে স্মরণ রাখবেন, এবং পরেও যখনই আপনাদের অন্তরে আনন্দের ঢেউ উঠে তখন সেই ঢেউয়ের সঙ্গে যেন আপনারা দুঃখের ঢেউও অনুভব করেন এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন যারা আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট সহ্য করেছেন।

'লেকা' অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে এক 'লেকা' হচ্ছে এরূপ যা ব্যক্তিগতভাবে আংশিক রূপে অর্জন করা যায়; কিন্তু আসলে 'লেকা'র মধ্যে শুধু অর্জনেরই দখল থাকে না বরং পুরস্কারেরও অনেক বড় দখল থাকে। প্রেমিক যত বড় প্রেমিকই হউক না কেন, তার মধ্যে বিশ্বস্ততার প্রেরণা যত প্রবলই থাকুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে মনস্থ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমিকের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং 'লেকা'র মধ্যে প্রদান করার বিষয় নিহিত আছে। বুঝা গেল, তাদের উভয়ের সমন্বয়েই 'লেকা' সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিশ্রম, বিশ্বস্ততা এবং তার সঙ্গে পুরস্কার। যখন ইহাদের সমন্বয় ঘটে তখনই 'লেকা'র বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়। পবিত্র রমযানের পরে যে ঈদ রয়েছে ইহাও বস্তুতঃ আমাদিগকে এই পয়গাম দান করে যে, তোমরা অনেক পরিশ্রম করেছ, তাই খোদা পুরস্কার স্বরূপ তোমাদেরকে আনন্দের দিন দেখিয়েছেন; কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত আনন্দ সেই ঈদই হতে পারে যা সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকে, উহা হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে 'লেকা'র ঈদ (অর্থাৎ সাক্ষাতের আনন্দ —অনুবাদক)

এ প্রসঙ্গে আমি আজকে একটি নূতন বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনেক রকমের 'লেকা' রয়েছে যেগুলোর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত পরিশ্রমের অনেকটা দখল থাকে; কিন্তু একটি 'লেকা' এমন আছে যার মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে পুরস্কারের অংশ এবং পরিশ্রমের অংশ থাকে অনেক কম। ইহা দ্বারা সেই 'লেকা' বুঝায় যা নবুওয়তের যুগে মানুষের ভাগ্যে জুটে থাকে। যখন খোদাতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তির উপর তাঁর ভালবাসার ছিঁটা পড়ে এবং আদর ও আশীর্বাদের বারিধারা বর্ষিত হয়; তখন উহার বিস্তৃতি বাকি দুনিয়াতেও পরিলক্ষিত হয় এবং এমন লোকের উপরও সেইসব ছিঁটা পড়তে থাকে তাঁর উপর ঈমান আনার ও যাদের কোন সম্পর্ক থাকে না এবং বিভিন্ন স্থানে 'লেকা'র নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে আর এমন অনেক লোকের সৃষ্টি হয় যারা সেইসব আধ্যাত্মিক ছিঁটার বদৌলতে (যেগুলো আসলে খোদাতা'লা কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয় এবং তাঁর সেই প্রিয় বান্দার বরকতে পরিবেশে বিস্তৃত হয়) দূর দূর হতে সেই রূহানী বিস্তৃতির ফলে প্রভাবান্বিত হয়ে খোদাতা'লার এইরূপ প্রিয় বান্দার অন্বেষণে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস বলে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। দূর দূর অঞ্চলের এবং অন্য দেশের লোকেরা আকাশে জ্যোতিঃ বিস্তৃতির লক্ষণাবলী দেখেছে। যদিও ইতিহাসের পাতায় এই সব তফসীল সংরক্ষিত নেই, তথাপি আমরা

যারা আধ্যাত্মিক বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত, অবশ্যই আশা রাখি যে, হয় তো খোদাতা'লা কর্তৃক রোইয়া (সত্য-স্বপ্ন) এবং কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) এর মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়েছিল। কেবল নক্ষত্র বিদ্যার ফলে তাদের দৃষ্টি মসীহ (আঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এই ঘটনাই হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগেও ঘটেছিল; এবং এই বিস্তৃতি একটি ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল। দূর দূরান্ত অঞ্চলে বসবাসরত ইহুদী আলেমবৃন্দকে আল্লাহ্‌তা'লা এই জ্যোতিঃ অবতরণের সংবাদ দিয়েছিলেন যার ছিঁটা তাদের হৃদয়েও প্রতিভাত হয়েছিল। যার ফলে তারা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্বেষণে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেক এমন সৌভাগ্যশালীও ছিল যাদের ভাগ্যে হেদায়াত জুটলো। অতঃপর এই জ্যোতির বিস্তৃতি অনেকে বেশী ও অতি মাত্রায় ঈমান আনয়নকারীদের ভাগ্যে জুটলো আর ঈমানদার লোকদের উপর খোদার সেই অসাধারণ 'লেকা'র ছিঁটা পড়লো। তারা ঈমান আনে এবং দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কোন অসাধারণ পরিশ্রম করে নি, তথাপি আল্লাহ্‌র আশীর্বাদে 'লেকা' তাদের ভাগ্যে জুটে যায়, জুটে যায় সেই 'লেকা'-ইলাহী যার জন্য কোন কোন সাধক নিজের জীবন শেষ করে ফেলেন এবং অসাধারণ সাধনা, নিষ্ঠা ও তপস্যা করে থাকেন। কিন্তু তারা ইহা অতি সাধারণ কুরবানীর ফলে অর্জন করে ফেলে, এমন কুরবানীর ফলে অর্জন করে ফেলে যা আসলে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। বিলাল (রাঃ) কখন বলেছিলেন যে, তোমরা, আমাকে মদীনায় অলিগলিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াও। ঈমান ও বিশ্বস্ততা এই দু'টি জিনিষ ছিল যদ্দরুন পরিবেশ কর্তৃক নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং এই শ্রেণীর লোক খোদার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ততা ও স্থৈর্যে অটল থাকে; যখন পরিবেশ কর্তৃক দুঃখ-কষ্ট তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় আর তখন আকাশ থেকে তাদের উপর 'লেকা' নাযেল করা হয়। এই প্রকারের লোকই খোদাতা'লা কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং নানাবিধ জ্যোতিঃ তাদের উপর নাযেল হয়, কাশ্‌ফ প্রকাশ পায়, ইলহাম হয়, সত্য-স্বপ্ন দেখানো হয়। তাদের দ্বারা সেই সকল লক্ষণাবলী পরিদৃষ্ট হয় যেগুলি বস্তুতঃ খোদার প্রিয় বান্দাদের; আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের দোয়াসমূহ অপরাপর সাধারণ লোকের দোয়া অপেক্ষা অধিক গৃহীত হয় এবং তাদের শত্রুর সঙ্গে খোদা এমন ব্যবহার করেন যা অন্য লোকের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই জ্যোতির বিস্তৃতি হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামেরই যার ফল আমরা এ যুগে খেয়েছি। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালাম ইরশাদ করেছেন:

اس یار سے ملا ئے اندر کی راہ دکھا ئے
دولت کا دینے والا فرماں روا یہی ہے

অর্থাৎ আজ অবধি সুদীর্ঘ তেরশত বৎসর অতীত হয়ে গেল আজও আমরা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে 'লেকার' কল্যাণ উপভোগ করছি; এই মহান নেতা এমনই যে, কেবল বহির্জগতের কেচ্ছা-কাহিনীই তিনি শুনান না বরং অন্তর্জগতের পথও তিনি দেখান এবং গৃহকর্তা বানিয়ে দেন। বহির্জগদ্বাসীদিগকে একথা বলেন না যে, আমরা জ্যোতিঃ দেখেছি বরং সকলকে নিমন্ত্রণ জানান যে, এস তোমরা! তোমাদিগকেও আমরা জ্যোতিঃ দেখাবো, তোমাদিগকেও সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবো যে বন্ধুর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎ করে এসেছি।

সুতরাং এই হল লেকার বিষয়বস্তু যা এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়। ইহাই সে 'লেকা'র জ্যোতিঃ যা জামা'তে আহ্‌মদীরা একশত বৎসরেরও অধিক কাল হতে ক্রমাগতভাবে দর্শন করে এসেছে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি তার আমিত্বের কারণে বা আত্ম প্রতারণার কারণে স্বীয় নিজ সাধুতার ধারণার বশবর্তী হয়ে যায় এবং এই পথ সম্পর্কে নিজ অন্তরে আত্ম-গরিমা সৃষ্টি হতে দেয় তাহলে ইহা হবে তার সর্বাধিক দুর্ভাগ্য। বস্তুতঃ ইহাই সেই জ্যোতির বিস্তৃতি যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আজ অবধি মোমেনগণ ক্রমাগতভাবে প্রদত্ত হয়ে এসেছেন। কিন্তু এক দীর্ঘকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের পর যখন পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হল, যে সমগ্র জ্যোতিঃ ও আলো আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের সূর্য হতে অর্জন করেছে বস্তুতঃ ইহা সেই জ্যোতিঃই ছিল যার বিস্তৃতি ব্যাপক আকারে আমরা 'আখারীন' এর যুগে ঘটতে দেখলাম। ইহা এত গভীর বিষয় যে, ইহা কেবল দুই এক মজলিসে পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা ক্রমাগতভাবে মাসের পর মাস অনুষ্ঠিত মজলিসেও এই সকল ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আজ দুনিয়াতে সচরাচরই এরূপ কোন আহ্‌মদী গৃহ হবে যা এই জ্যোতির বিস্তৃতি হতে অংশ পায় নি, যার মধ্যে এমন সাক্ষী বিরাজমান নয় যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমরা খোদাকে গ্রহণকারী হিসেবে পেয়েছি। দুঃসময়ে এবং সংকটপূর্ণ মুহূর্তে তিনি আমাদের দোয়া শুনেছেন এবং আমাদের কাজে এসেছেন এবং তাঁর অবতরণ আমরা বন্ধুসুলভ আচরণে দেখেছি এবং শত্রুদের জন্য শত্রুসুলভ আচরণে দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে এক বিশ্বস্ত, ভালবাসা ও স্নেহময় জীবন্ত অস্তিত্বের আকারে পেয়েছি। বস্তুতঃ ইহা সেই সাক্ষ্য যা আজ আহ্‌মদী বিশ্বের ১২০ (বর্তমানে ১২৮—অনুবাদক) টি দেশে লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদী প্রদান করছে। যদি কতিপয় গৃহে এই ক্ষেত্রে শূন্যতা ও রিক্ততা অনুভূত হয়, যদি এমন কোন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে থাকে যারা এইসব সাক্ষীগণের অন্তর্গত নহে বরং শুনা কথার উপর বিশ্বাসী মাত্র, তা হলে ইহা হবে বড়ই বিপজ্জনক বিষয়। তাই লেকার বিষয়টি বার বার জামাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার এবং

ইহা তাদের কণ্ঠস্থ করিয়ে দেয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে লেকার উপরে। যে প্রজন্ম লেকার মাকাম হতে বঞ্চিত হবে তারা বস্তুতঃ আহ্‌মদীয়াতের মৃত্যুর সংবাদ দেয়ার কারণ হবে।

এই জন্য আপনারা দোয়াও করুন এবং চেষ্টাও করুন এবং নিজেদের নূতন প্রজন্মকে স্মরণও করিয়ে দিন এবং তাদিগকে সেই সকল পথে পরিচালিত করুন যে পথে চললে খোদার লেকা অর্জিত হয়, যাতে বংশানুক্রমে আমরা এই জ্যোতির জীবন্ত সাক্ষী দুনিবাসীর সম্মুখে পেশ করতে থাকি এমন কি প্রত্যেক ভাবী প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম হতে কল্যাণ অর্জন করতে থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে কল্যাণ দান করতে থাকে।

স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য 'তাহদীসে নেয়ামত'—নেয়ামতের উল্লেখ স্বরূপ আমি কিছু ঘটনা একত্র করেছি—হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালামের যুগেরও এবং পরবর্তী যুগেরও; কিন্তু যেহেতু বিষয়টি অনেক ব্যাপক তাই সংক্ষিপ্ত করতে করতে কেবল কয়েকটি ঘটনাই চয়ন করতে পেরেছি যা উদাহরণ স্বরূপ আজকে আপনাদের সম্মুখে পেশ করবো যেন আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন যে, লেকা দ্বারা কি বুঝায়? কিরূপে খোদা তাঁর বান্দাদেরকে কল্যাণ দান করে থাকেন। কিরূপে খোদা প্রিয়-বান্দাদের লক্ষণাবলী তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়? যুক্তির জগৎ অন্য এবং বাস্তব সাক্ষ্যের জগৎ ভিন্ন। শহীদগণের অর্থাৎ সাক্ষীগণ বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জীবন্ত ও বাস্তব প্রমাণ। এই সকল শহীদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ শহীদ ছিলেন হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম যাঁকে কুরআন করীমে সকল নবীর উপর শহীদ নিয়োজিত করা হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌সালামের যুগে জ্যোতির বিস্তৃতি এত ব্যাপক আকারে ঘটছে যেরূপে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম বহু বার ক্রমাগতভাবে উল্লেখ করে গেছেন যে, এই সব কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামেরই কল্যাণ। অতএব এই কথাকে স্মরণ রেখে এই সব ঘটনাবলী দ্বারা আনন্দ উপভোগ করুন। ইহার ফলে যদি অন্তর লেকার কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং এমন আবেদন অন্তর থেকে উদ্‌গত হতে থাকে যে, খোদা আজকের প্রজন্মের উপরও যেন ঐরূপেই অবতীর্ণ হতে থাকেন যেরূপে পূর্ববর্তী প্রজন্মের উপর পরপর অবতীর্ণ হয়েছেন; তাহলে আমরা বুঝবো যে, আমরা আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হাসিল করেছি। আর এটাই হবে আমাদের জন্য প্রকৃত ও চিরস্থায়ী ঈদের যুগ।

প্লেগের যুগে যখন হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস্‌সালাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, খোদার ফযলে আহ্‌মদীদের অধিকাংশকে প্লেগের প্রকোপ হতে রক্ষা করা হবে এবং আমার গৃহে এই রোগের ফলে এমন কোন আক্রমণ হবে না যাকে শত্রুপক্ষ হাসি-বিদ্রূপ রূপে জগতের সম্মুখে পেশ করতে পারে। খোদা স্বতন্ত্র আচরণকে এত উজ্জ্বল

ভাবে প্রদর্শন করবেন যে, জগৎ প্রকাশ্যভাবে এই স্বাতন্ত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাবে যেমন সূর্যের আলোতে কোন জিনিস স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ইহা ছিল এমন এক ঘোষণা যা একদিকে দুনিয়াতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অপর দিকে ইহার উপর পুস্তকসমূহ লেখা হচ্ছিল এবং পুনঃ পুনঃ বিজ্ঞাপন ছড়ানো হচ্ছিল এবং গোটা জামা'তকে বিশ্বের সম্মুখে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করা হচ্ছিল; ঠিক সেই সময়ে এমনটি হল যে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব টাইফয়েড জ্বরে এত ভীষণভাবে আক্রান্ত হলেন যে; অতি কচি বয়সে মৃত্যুর আশংকা হয়ে গেল। যদি এই রোগে তিনি মারা যান তাহলে গোটা জগৎ হাসবে এবং বলবে যে, তুমি এটাকে টাইফয়েড বলছো আসলে এটাতো প্লেগই ছিল; অতএব, তুমি তোমার দাবীতে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস সালাতো ওয়াস সালাম লিখেছেন, যখন অবস্থার মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটলো এবং মনে ভয় হল যে, এটা সাধারণত জ্বর নয় বরং একটা কঠিন বিপদ। সেই অবস্থায়ই আমি ওযু করলাম এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। আর দাঁড়ানোর সাথে সাথেই সেই অবস্থার সুযোগ সৃষ্টি হল যা দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন যে, তখন পর্যন্ত হয়তো তিন রাকা'ত পড়ে ছিলাম, আমার উপর কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন)-এর অবস্থা আচ্ছন্ন হল এবং আমি দেখতে পেলাম যে, ছেলেটি সজ্ঞানে খাটের উপর বসে আছে আর পানি চাচ্ছে। এমতাবস্থায় চার রাকা'ত নামায পূর্ণ করলাম। তৎক্ষণাৎ তাকে পানি দেয়া হল, শরীরে হাত লাগিয়ে বুঝতে পারলাম, জ্বরের কোন নাম নিশানাও নেই; প্রলাপ, অস্থিরতা ও মুমূর্ষুতার লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর হয়েছে আর এভাবে ছেলেটি পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে যারা দেখেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আজ এখানে বসে আছেন; তারা সাক্ষী যে, কিরূপে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে পরে দীর্ঘায়ু দান করেছেন।

মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আরও একটি ছোট ঘটনা লিখেছেন। আফগানিস্তানের একজন মুহাজের মহিলা যার নাম আমাতুল্লাহ বিবি, যাকে আমরা লাল পরী বলে ডাকতাম। এই নামটিই লোকের মুখে খুব বেশী ছিল। তাঁর সন্তান-সন্ততি এখানে ইংল্যাণ্ডেও অবস্থান করছে, জার্মানীতেও অবস্থান করছে, যারা নিজেরা তাদের মায়ের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত অবশ্যই শুনেছেন। তিনি বলেছেন, বাল্যকালে তাঁর ভীষণ চোখ ব্যথার কষ্ট দেখা দিল। কষ্ট বাড়তে বাড়তে এমন চরম অবস্থা ধারণ করলো যে, অত্যধিক ব্যাথা ও লালিমার দরূণ চোখ খোলার শক্তিও থাকলো না। মা-বাবা অনেক চিকিৎসাই করালেন কিন্তু কোন উপশম হল না বরং কষ্ট বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এক দিন তাঁর মা তাঁকে ধরে চোখে ঔষধ ঢালতে লাগলেন তখন তিনি ভয়ে দৌড়ে চলে গেলেন এই বলে যে, আমি হযরত সাহেব দ্বারা দম করাবো। তিনি বলেছেন, আমি পথে উঠে পড়ে কোন রূপে হযরত

মসীহ মাওউদ আলায়হেসসালাতু ওয়াসসালামের বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম এবং হযরত সাহেবের নিকট কাঁদতে কাঁদতে আবেদন জানালাম, হুযুর! আমার চোখে দম করে দিন'। হযরত সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন যে, আমার চোখ ভীষণ ভাবে ফুলে গেছে আর আমি ব্যথায় কাতর হয়ে ছট ফট করছি। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেসসালাম নিজ আঙ্গুলে তাঁর মুখ থেকে কিছু থুথু নিলেন এবং কিছুক্ষণ ক্ষান্ত থেকে, তখন তিনি হয়তো অন্তরে দোয়া করছিলেন, পরম মমতার সাথে সেই আঙ্গুল আমার চোখের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে-দিলেন এবং আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'খুকী যাও, এখন আল্লাহর ফযলে তোমাকে এ কষ্ট আর কখনও সহ্য করতে হবে না'। মোসাম্মৎ আমাতুল্লাহ বিবি বর্ণনা করেন যে, তারপর থেকে আজ আবধি যখন আমি সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা হয়ে গেছি, কখনও এক-বারও আমার চোখে ব্যথা হয়নি।

আমি নিজেও এই ঘটনার সাক্ষী। বাল্যকালে বহুবার তাঁকে আমাদের ঘরে আসতে যেতে দেখেছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের ঘরে তো তিনি অনেককেই সেবাশুশ্রূষা করতেন, কেহই তাঁকে চোখ ব্যাথায় আক্রান্ত কখনও দেখেনি।

এই প্রকারের আরোগ্যের ঘটনাবলী এমন লোকের পক্ষেও সংঘটিত হয়েছে যারা বয়াত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা কোন কারণে ইতস্ততঃ করতে ছিলেন এবং হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেসসালাতু ওয়াসসালামের মাধ্যমে যখন তারা খোদার লেকার জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করলেন তখন আল্লাহতালার ফযলে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হল।

এই সকল সৌভাগ্যশালীগণের মধ্যে আমার নানী মরহুমাও শামেল ছিলেন অর্থাৎ সৈয়্যদা মরিয়ম বেগম আমার মা'র মা। আমার নানা ইহা সত্বেও যে, সেই যুগে রাওয়ালপিণ্ডির পরিবেশে কাল্লার সৈয়্যদ'র অঞ্চলে কারো আহ্‌মদী হওয়া ভূমিকম্প সৃষ্টি করার মত বিষয় ছিল, তদুপরি সৈয়্যদ বংশে কারো আহ্‌মদী হওয়া তো কেয়ামত নাযেল করার শামেল ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে যেহেতু অসাধারণভাবে তাকওয়া ও বীরত্ব ছিল এবং ইহা সত্বেও যে, এক প্রাচীন সৈয়্যদের গদ্দীতে একজন প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন, তথাপি তিনি পরম বীরত্বের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালামকে গ্রহণ করে নিলেন, কিন্তু নানী মরহুমা ভয় করতেন এবং বলতেন যে, আমি যদি বয়াত করে ফেলি তা হলে আমার পূর্বের পীরের বদদোয়া লেগে যেতে পারে। এই অবস্থায়ই তিনি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, তাঁর অবস্থার এত চরম অবনতি ঘটেছে যে, তিনি এই কয়েক মুহূর্তের মেহমান মাত্র। তখন হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালামের নিকট দোয়ার পয়গাম পাঠালেন। হাঁ, দোয়ার পয়গাম তখন পর্যন্ত পৌঁছে নি, এই

অবস্থায়ই তিনি রোইয়াতে হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস সালাতো ওয়াস সালামকে দেখলেন, হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, কি কষ্ট? উত্তর শুনে পানি দম করে দিলেন, এবং হুযুর স্বপ্নেই নিজের নাম ঠিকানা বললেন, এবং বললেন যে, আমি মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ)। তিনি নিজে বর্ণনা করছেন যে, আমার ধারণা ছিল, ভোর পর্যন্ত আমার জানাযা উঠে যাবে। কিন্তু এই রোইয়ার পরে যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন আশাতীতভাবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম এবং শরীরে বল শক্তি এসে গিয়েছিল। এই নিদর্শন দেখে তিনি ততক্ষণাৎ কাদিয়ানে মানুষ পাঠালেন যে, সত্বর আমার বয়াতের চিঠি নিয়ে যাও যেন অবিলম্বে আমি হযরত মসীহ মাওউদ আলাহেস সালাতো ওয়াস সালামের সত্যতার সাক্ষীগণের অন্তর্গত হতে পারি।

মৃতদিগকে জীবন দান করার ঘটনাবলী হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস্ সালামের যুগে এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, ঐগুলিকে একত্রিত করে দেখলে কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এই কল্পনাও করতে পারে না যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মসীহর শান হযরত মূসা (আঃ)-এর মসীহ থেকে কোন ক্রমে কোন অংশে কম ছিল। মৃতদেরকে জীবন দান এবং অসাধারণ ও কঠিন দূরারোগ্য রোগীদেরকে আরোগ্য দানের ঘটনাসমূহ এত ব্যাপক যে, আজও সহস্র সহস্র এমন লোক জীবিত আছেন যারা স্বচক্ষে তাদের ঐ সকল বুযুর্গদিগকে দেখেছেন যাঁরা জীবন্ত নিদর্শন ছিলেন। কিন্তু এইসব ঈমান-বর্ধক ঘটনাবলী এমন কেচ্ছা-কাহিনী নয়, যেগুলি অতীতের গর্ভে ভেসে গেছে বরং জ্যোতির এই বিস্তৃতি পরেও ক্রমাগতভাবে বিরাজমান ছিল এবং আজও বিরাজমান আছে। গত গোটা শতাব্দী ইহার জ্বলন্ত সাক্ষী। মরহুম ও মগফুর হযরত মৌঃ আবদুল মালেক খান সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করেন। ১৯৩৯ ইং সনের কথা। তিনি ফিরোজপুরে নিয়োজিত ছিলেন (আমি তার বিবরণকে সংক্ষেপে বলছি)। তাঁর স্ত্রী মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্তান প্রসবে তাঁর বড় কন্যা ফরহাত বেগম জন্ম গ্রহণ করে, যে আজকাল দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে আছে। সন্তান প্রসব কালে অসাবধানতা হয়ে যায়, ফলে ইনফেকশনের দরুণ জ্বর হয়। তৎকালে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়নি। জ্বর ভীষণ আকার ধারণ করলো এবং তাপমাত্রা এক শ' আট ডিগ্রীতে পৌঁছে গেল। তিনি স্ত্রীকে এই অবস্থায়ই রেখে সোজা কাদিয়ানে দৌড়ালেন। তিনি বলেন, আমি কস্‌রে খেলাফতের দুয়ার খট্‌খটালাম; হযরত খলীফাতুল মসীহেস্ সানী (রাঃ) বের হলেন এবং বললেন, মালেক! তুমি কি মনে করে আসলে? সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভিতরে ড্রইং রুমে নিয়ে চলে গেলেন যেখানে হাফেয মুখতার আহমদ সাহেবও বসেছিলেন। আরজ করলাম, 'এই ব্যাপার, বাঁচার কোন অবস্থা দেখছি না'। তিনি বলেন, হযরত সাহেব দোয়া করলেন এবং কিছুক্ষণ বিলম্ব করে আমার হাত ধরে বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনার স্ত্রীর আর জ্বর হবে না। হুযুর

আমাকে এই শুভ সংবাদ শুনিয়ে বললেন, এখন আপনি ফিরে যেতে পারেন। তখন হাফেয মুখতার আহমদ সাহেবও আমার সঙ্গে বাইরে চলে আসেনি। বাইরে এসে তিনি আমাকে বললেন, সম্ভবতঃ আপনার স্ত্রীর জ্বর পৌনে দশটায় সেরে গেছে, কারণ যে মুহূর্তে হুযুর এই শুভ সংবাদ শুনালেন সেই মুহূর্তেই আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম, তখন ঠিক পৌনে দশটা বেজেছিল। অতএব আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যে, জ্বর কখন সেরেছিল। তিনি বলেন, আমি তখন ফিরোজপুর চলে আসলাম। হাসপাতালটি একটি খৃষ্টান হাসপাতাল ছিল। সেখানকার একজন খৃষ্টান লেডী ডাক্তারকে আমি বললাম আমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে গেছেন; আমি জানতে চাই যে, তার জ্বর কি পৌনে দশটায় সেরেছে? তিনি বললেন, আপনি কিরূপে জানলেন যে, তিনি সুস্থ হয়ে গেছেন এবং কি করে জানলেন যে, তার জ্বর পৌনে দশটায় সেরেছে? তিনি বললেন, আমি কাদিয়ান হতে এসেছি, সেখানে আমি এইরূপে দোয়ার আবেদন করেছিলাম এবং এই ঘটেছে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। তথ্যটি যাতে ভুল না হয় তাই ডাক্তার আমাকে সেই সময়েই সঙ্গে করে তার রুমে গেলেন এবং জ্বরের চার্ট দেখলেন অথচ তখন সাক্ষাতের সময় ছিল না। ঠিক দেখা গেলো যে, ৯টা ৪৫ মিনিটেই জ্বর সেরেছিল। সেই চার্ট সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়েছিল।

অতএব, এই হচ্ছে দর্শন ও লেকার ঘটনাবলী

যা আহ্‌মদীয়াতের মধ্যে এক জীবন্ত বাস্তব তথ্যরূপে বিদ্যমান ও প্রবহমান রয়েছে যা অতীত কালে সংঘটিত বিষয়াবলী রূপে সীমিত নহে। গত এক শতাব্দী ধরে আহ্‌মদীরা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততা দ্বারা যার রক্ষণাবেক্ষণ করে এসেছে। আমি আপনাদিগকে আজ সতর্ক করতে চাই যে, যদি আপনারা আগামী শতাব্দীতে নিজেদের এই রূপেই ঈমান ও বিশ্বস্ততা দ্বারা এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তাহলে আল্লাহতা'লার সম্মুখে ইহার জন্য আপনাদিগকে জওয়াবদিহি করতে হবে। ইহা মহান নেয়ামত, যাকে আল্লাহ্‌তা'লা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা ইহাকে পরিবর্তন করবেন। কারণ কুরআনে আল্লাহ্‌র ওয়াদা রয়েছে:

ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা যখন কোন জাতিকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন তিনি উহাকে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের ঈমান ও আমল দ্বারা উহাকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (ক্রমশঃ)

পবিত্র ঈদুল ফেতরের শুভেচ্ছাবাণী

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

একমাস কঠোর সীয়াম সাধনার শেষে মহান আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের জন্যে নাযেল করেছেন পবিত্র ঈদের খুশী। এ ঈদ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক নির্মল আনন্দ আর প্রশান্তি। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের জীবনে বারে বারে আসুক এ ঈদের আনন্দ। তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা দৈন্য, দারিদ্র আর সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র পিশাচের ছোবল থেকে রক্ষা করুন এ কামনা করছি ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

একটি বিশেষ আবেদন

বিগত মাসগুলোতে আমরা বিভিন্ন প্রকারে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছি। আল্লাহতালার অশেষ ফযলে আমরা তাতে থেমে যাইনি। বিভিন্ন জামাত স্থানীয়ভাবে সালানা জলসা ও সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদ্‌যাপন করে আমাদের কাজ অব্যাহত রেখেছে। খোদার ফযলে আমরা কামিয়াব হয়েছি সব ক্ষেত্রেই। প্রবল বিরোধিতার মুখে ঢাকার জাতীয় সালানা জলসা ও খুলনা জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠান সাফল্যের বাণী বয়ে এনেছে।

আমরা আমাদের কথা প্রচার করতে বহু পুস্তক-পুস্তিকা, লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকি। অন্যান্য খরচের মতো ছাপাখরচও আসে আমাদের দেয় চাঁদার বাজেট থেকে। তাছাড়া কোন কোন পুস্তক-পুস্তিকা আমাদের কতিপয় সহৃদয় অবস্থাপন্ন ভাইয়েরা ছাপিয়ে দিয়ে আমাদের বোঝা হালকা করছেন। বর্তমান চাহিদার সাথে এ ব্যবস্থা নেহায়েত অপ্রতুল। বাজেট পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি —লাযেমী চাঁদার বাজেটে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই কঠিন।

বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রকাশনার কাজকে জোরদার করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই, আপনাদের সকলের কাছে আমার আবেদন:

১। আপনাদের সাধ্যমত প্রকাশনা ফাণ্ডে চাঁদা দিন।

২। আপনাদের মধ্য থেকে যারা আপনাদের কোন ছেলে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে বা পরলোকগত আত্মীয়ের মাগফেরাত ও দোয়ার জন্য জামাতের কোন পুস্তক/পুস্তিকায়

তাদের নাম জারী রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন — তারা এ খাতে বিশেষ অংকের চাঁদা দিতে পারেন।

৩। যারা আমার এ আহ্বানে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করতে সামর্থ্য ও ইচ্ছা রাখেন—তারা নিজ নিজ জামা'তে তা জমা দিয়া আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবেন।

৪। যারা এ কাজে সহায়তা করে তাঁদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক—তাঁরাও আমাদের কাছে লিখিতভাবে জানাবেন।

আমাকে চিঠি দিয়ে জানালে আমি এ পবিত্র মাসে আপনাদের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেদমতে বিশেষ দোয়ার জন্য আবেদন করব—ইনশাল্লাহ। আমি আশা করি জামাতের প্রত্যক ভ্রাতা ও ভগ্নী বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবেন এবং বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকল নেক বাসনা পূর্ণ করুন ও জান-মালের হেফাযত করুন।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার—

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

একটি জরুরী আবেদন

রমযান আল্লাহ্‌তা'লার রেযামন্দির মাস—দোয়া কবুলিয়তের মাস। দোয়া কবুলিয়তের একটি শর্ত—মালী কুরবানী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মজীদে এরশাদ করেন—"তোমরা কিছুতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে পার না—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিসকে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী না কর।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে মালী কুরবানীর যে ব্যবস্থা শিখিয়েছেন—তা আজ জাতিগণের মাঝে বিরল ঘটনা। আমরা জামা'তের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বাজেট তৈরী করেছি তা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুমোদন করেছেন। আমরা আমাদের বাজেট পর্যালোচনা করে দেখেছি এ যাবৎ বাজেট মোতাবেক আমাদের যে চাঁদা পাওয়ার কথা ছিল আমরা তা পাই নি। আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সাকল্য বাজেট দুনিয়ার কোন কোন দেশের (যেখানে জামা'ত রয়েছে) একটি শহরের বাজেটেরও কম।

অতীতের চাইতে আমাদের প্রয়োজন বেড়েছে অনেক। অনেক সময় প্রয়োজন—প্রাপ্তিকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ খরচ না করেও পারা যায় না। তাই, জামা'তের ভাই-বোনদের খেদমতে আমার বিনীত আরজ:

১। বর্তমান অবস্থায় যদি আমরা সবাই নিজ নিজ বাজেট মোতাবেক চাঁদা আদায়

করে দিই-তা হলে আমরা এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবো—ইনশাআল্লাহ্‌।

২। অন্যান্য বারের মতো এবারও ২০শে রমযানের মধ্যে নিজ নিজ ওয়াদা মোতাবেক ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করে দিলে যেমন নিজের বোঝা হালকা হবে—তেমনি জামা'তেরও উপকারে আসবে। তাছাড়া, এ কাজে যারা 'লাব্বায়েক' বলবেন—তাদের জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেদমতে আগামী ৩০শে রমযানের আগে বিশেষ দোয়ার দরখাস্ত করবেন।

৩। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো 'যাকাত'। 'যাকাত' ধনীদের উপর আল্লাহ্‌ ফরয করেছেন। ধনীদের সম্পদে গরীবের হক্‌ রয়েছে। যাকাত প্রদান করে তারা তাদের নিজ নিজ হক্‌ আদায় করবেন। আল্লাহ্‌তা'লা ধনীদের সম্পদকে পবিত্র করণের জন্য যাকাতের বিধান জারী করেছেন। আজ শুধুমাত্র জামা'তে আহ্‌মদীয়ারই নেযামে 'বায়তুল মাল' রয়েছে।

অবস্থাপন্ন ভ্রাতা ও ভগ্নী যাদের উপর 'যাকাত' ফরয—তারা এ রমযানে আপনাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে অশেষ পুণ্যের ভাগী হউন। আপনাদের দেয় অর্থে আমাদের ৪৮টি পরিবারের ভরণ-পোষণ হয়।

'যাকাত' যমানার ইমামের হাতে দেয়া নিয়ম। জামা'তে আহ্‌মদীয়ার যেমন ইমাম রয়েছে তেমনই রয়েছে বায়তুল মাল। প্রত্যেক দেশে (যেখানে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার শাখা রয়েছে) এ বায়তুল মালের রক্ষক ন্যাশনাল আমীর/প্রেসিডেন্ট। কাজেই আমাদের দেশের 'ন্যাশনাল আমীর'' সাহেবের খেদমতে 'যাকাত' দিলে যাকাতের পূর্ণ ফল লাভ হবে। হঠাৎ করে কিছু শাড়ী, লুঙ্গী ও অর্থ দেয়ার নাম 'যাকাত' হতে পারে না। এ ব্যাপারে জামা'তের সকল ভাইবোনদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে আপনাদের কাছে এই সার্কুলার দেয়া হচ্ছে। তিনি এও বলেছেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য যেমন আমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার কামাচার ত্যাগ করে রোযা রাখি, তেমনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই মালী কুরবানী করতে হবে।

আল্লাহ্‌তা'লা এ অধমকে ও অন্যান্য সবাইকে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম ও আমল করার তৌফীক দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের কুরবানীসমূহে অশেষ বরকত নাযিল করুন। আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

এ, কে, রেজাউল করীম

সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও অর্থ

শুভেচ্ছা

আসন্ন স্বাধীনতা দিবস ও পবিত্র ঈদুল ফেতর উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই মোবারকবাদ। স্বাধীনতা দিবসে সকল বাংলাদেশী লাভ করুক সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ আর এ ঈদ সবার জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক নির্মল শান্তি আর বিমল আনন্দ।

অনিবার্য কারণে পাক্ষিক আহ্‌মদীর ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা ক্ষুদ্র কলেবরে একত্রে প্রকাশ করতে হচ্ছে বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা

বিদেশী কুটনিতিক ও শিক্ষাবিদের নিকট প্রকৃত ইসলামের বাণী পৌঁছানো হয়

গত ১০-২-৯২ তারিখে মিঃ ব্যারনার ললাজ, প্রথম সচিব ফরাসী দূতাবাস আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য দারুত তবলীগে আগমন করেন। তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে তবলীগ করা হয়। তিনি আমাদের প্রদর্শনী অবলোকন করেন। ফ্রেন্স ভাষায় কতিপয় ইসলামী পুস্তকাদি তাঁকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে গত ২-৩-৯২ তারিখে ন্যাশনাল মেজর সেমিনারীর ইসলামিক ষ্টাডিজ এর প্রফেসর ডাঃ জান্নিনি এবং জার্মানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ডাঃ রীতা (যিনি আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি রাখেন, বর্তমানে তিনি হজ্জ সম্পর্কে গবেষণা করছেন) দারুত তবলীগে আগমন করেন আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্যে। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা জামা'তের বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সাথে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা প্রদর্শনী দেখে বহির্বিশ্বে আহ্‌মদীয়া জামা'ত কর্তৃক ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ্‌তা'লা যেন এ প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরকে ইসলামের সুশীতল বারিধারা পান করার সৌভাগ্য দান করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মোসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়

২০শে ফেব্রুয়ারী আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জল দিন। ১৮৮৬ সনের এ দিনে যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) ঐশী সংবাদ পেয়ে এক মহান পুত্রের শুভ সংবাদ ঘোষণা করেন যা মোসলেহ মাওউদ

এর ঘোষণা নামে আহমদীয়াতের ইতিহাসে খ্যাত। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯৪৪ সনের ২৮শে জানুয়ারী, তারিখে নিজেকে মোসলেহ মাওউদ বলে দাবী করেন। কাদিয়ানে ২৯শে জানুয়ারী ১৯৪৪ প্রথমবারের মত মোসলেহ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন প্রকাশের এ দিনকে স্মরণীয় রাখার জন্য প্রত্যেক বছর আহমদীগণ সভা-সমিতিও আলোচনা করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন।

এ পর্যন্ত যে সব জামা'ত থেকে এ দিনটি পালনের খবর আসছে তারা হলেন — কুমিল্লা, কাফ্রুরিয়া, চট্টগ্রাম, খাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাটোর, রাজশাহী, নাসেরাবাদ, তারুয়া, তেরগাতি ও ঢাকা

আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে এ দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন।

আহ্‌মদী বার্তা

সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২রা মার্চ রোজ সোমবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা জনাব সৈয়্যদ আনোয়ার আলী সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মাষ্টার আবুল খায়ের, মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম (মোয়াল্লেম) কটিয়াদী, হাফেয সেকান্দার আলী এবং মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব। রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্তের চারিত্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা সালেহ আহমদ এবং উহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হয়। নযম পাঠ করেন জনাব মাযহারুল হক (ঢাকা) ও জনাব সোহেল আহমদ। আহ্‌মদী ও অ-আহ্‌মদী নারী পুরুষ সবাইকে অনুষ্ঠান শেষে খানা খাওয়ানো হয়। (আহমদী বার্তা)

সন্তান লাভ

গত ৯/২/৯২ইং তারিখ বাদ মাগরেব আমাদের এক কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করেছে আলহামদুলিল্লাহ। নবজাতিকার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করে দোয়ার আবেদন রইল।

এহতেশামুল বশীর আহমদ
মোয়াল্লেম

শোক সংবাদ

অদ্য (১০-৩-৯২) বেলা এক ঘটিকার সময় কুমিল্লা জামা'তের রেজিয়া বেগম পত্নি মৃত আবদুল মান্নান, ছোটরা, কুমিল্লা, রাড্‌প্রেশার রোগে হঠাৎ এন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ......রাজেউন)। তিনি মৃত্যুকালে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গিয়েছেন। তাঁর মাগফেরাতের জন্য সকল ভাই বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

ডাঃ এম, এ, আযীয
প্রেসিডেন্ট, কুমিল্লা জামাত

31st March, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan